



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’

ড. সাধন চন্দ্র পণ্ডিত

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ও গদ্যশিল্পী প্রাচ্যস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ – ২৯শে জুলাই, ১৮৯১) তাঁর দ্বিশতজন্মবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আজীবন স্মরণ করি তাঁর প্রাইমার গ্রন্থ বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ ‘বর্ণপরিচয়’ (প্রথম ভাগ— ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৫ এবং দ্বিতীয় ভাগ— ১৪ই জুন, ১৮৫৫)। সেই সময় ‘বর্ণপরিচয়’ শিশু সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে তো ছিলই এবং তার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা চিরকাল থাকবেও। বিদ্যাসাগরের জন্মের দু’শো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ‘বর্ণপরিচয়’ বাঙালি তথা ভারতীয়ের চিন্তাচেতনায় স্থায়ী হয়ে আছে এবং থাকবেও। আবার বিভিন্ন প্রকাশনার দৌলতে ‘বর্ণপরিচয়’-এর বইটিকে শিশুমনের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রঙিন ছবির উপস্থাপনায় নতুন রূপে পরিগ্রহ করেছে। এখানেই প্রমাণ থাকে বিদ্যাসাগর ও তাঁর ‘বর্ণপরিচয়’ আমাদের কাছে কতটা আদরণীয়। বাংলার সারস্বত সমাজ বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা কখনই ভুলবে না। এতদিন পর্যন্ত বাংলায় যত শিশুসাহিত্যের বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ বাংলা শিশুসাহিত্যের সিংহাসনে স্থায়ী আসন লাভ করে আছে। যাই হোক, মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সার্বিক দিক সকলেরই জানা। তাই এখানে আমরা আলোচনায় রাখি শুধুমাত্র ‘বর্ণপরিচয়’-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করার প্রয়াস।

বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা প্রাইমারের নতুন পথের দিশা দেখায় বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ (১ম ও ২য় ভাগ)। বিদ্যাসাগর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনে, প্রাথমিক বোধশক্তির বিকাশে ‘বর্ণপরিচয়’-এর পাঠ পরিকল্পনায়, বর্ণবিন্যাসে, শব্দ ও বাক্যনির্মাণ কৌশলে, ছন্দময়তায় ও কাব্যময়তায় অপূর্ব অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। শিশুদের মনে আনন্দ দানের সাথে সাথে তাদের ভাষাজ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ, চরিত্রগঠন, নীতিশিক্ষা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ প্রকৃতির সোপান সৃষ্টিতে ‘বর্ণপরিচয়’ অনবদ্য ভূমিকা রাখে। শিশু-শিক্ষণের পদ্ধতি মেনে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়— প্রথমে অক্ষর পরিচয় পরে শব্দের পরিচয়, তারপরে ছোট ছোট বাক্য গঠনে উৎসাহ দান, ছোট ছোট অনুচ্ছেদে গল্পাকারে সহজ-সরল ভাষায় চিত্রধর্মী গদ্য সৃষ্টি যা অভূতপূর্ব ছন্দময়তা ও কাব্যিক ভাবনায় শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। শিশুদের কথা মনে রেখেই তিনি ‘বর্ণপরিচয়’ দ্বিতীয় ভাগে সহজ-সরল ও সুদৃঢ় বাক্যের অবতারণা করেছেন। শিশুমনের ক্রমবিকাশের দিকটি মাথায় রেখে তিনি ‘বর্ণপরিচয়’-এর প্রথম ভাগে সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার না করে দ্বিতীয় ভাগে তা লিপিবদ্ধ করলেন— ‘বালকদিকের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য’। শিশুর মনোযোগী করে তুলতে তাঁর এই সার্বিক প্রয়াস আমাদেরকে বিস্মিত করে।

বাংলা বর্ণমালার মৌলিক সংস্কারসাধন বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম। ‘বর্ণপরিচয়’ (১ম ভাগ)-এর বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন—

“...বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ঌ-কারের প্রয়োগ নাই; এ নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জন বর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে ড ঢ য হয়; সুতরাং অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনা স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।”

1. সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নাড়াডোলা রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

DOI Link (Crossref) Prefix: <https://doi.org/10.63431/AIJTR/3.V.2026.18-19>

AIJITR, Volume 3, Issue –V, September - October, 2026, PP.18-19

Received on 1st September, 2026 & Accepted on 11th September, 2026,

Published: 15th September, 2026.

The statement “Copyright © by Author” (The author retains the copyright to the published article.)



Amitrakshar International Journal

of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)

(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)

Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বিদ্যাসাগরের পূর্বে ও তাঁর সমকালে অনেকেই শিশুশিক্ষার বই লিখেছিলেন, কিন্তু সেখানে অক্ষরমালা থেকে শুরু করে ভাষার সুসংহত বিন্যাস ঠিকমত লক্ষিত হয়নি। বিদ্যাসাগরও পূর্ববর্তী শিশুগ্রন্থগুলি সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করে অনুভব করেন পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষার পঠন-পাঠনের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব আছে; সেইজন্য তিনি উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হলেন। ফলস্বরূপ, ব্যাপক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর হাতে ‘বর্ণপরিচয়’-এর মত ব্যতিক্রমী বই প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আলোড়ন তুলেছিল এবং সেরার সেরা হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে ১৮৫৫–১৮৯০ সালের মধ্যে ‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম ভাগের সংস্করণ বা মুদ্রণ হয় ১৫২টি (মোট ৩৩,৬০,০০০ কপি) এবং দ্বিতীয় ভাগের সংস্করণ বা মুদ্রণ হয় ১৪০টি (মোট ১৫,৯০,০০০ কপি)। এখানেই বোঝা যাচ্ছে, বইটির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা কতখানি ছিল। তবে এই জনপ্রিয়তার পাশাপাশি নিন্দুকদের বিতর্ক বা সমালোচনা থেমে থাকেনি। কিন্তু সব বিতর্ক ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে সেই সময় ‘বর্ণপরিচয়’ বাঙালির মনে ও বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে জাজ্জল্যমান ছিল। এমনকি, ‘বর্ণপরিচয়’-এর সার্ব-শতবর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বাংলা ভাষাভাষীর ঘরে ঘরে ও প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুশিক্ষায় আলোকিত হয়ে থেকেছে ও থাকবেও। তাই দেখা যায়, বাজারে ছোট-বড়ো বই দোকান থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে মুদিখানা-স্টেশনারি দোকানে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ বইটি বিক্রি হয়। এবং সযত্নে রক্ষিত থাকে।

বাংলার সমাজে তৎকালে যেমন নবজাগরণের যুগে, তেমনি একালেও অর্থাৎ কালে ও কালোত্তরে শিশুদের ও বড়দেরও শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করে নতুন যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে ‘বর্ণপরিচয়’ সর্বদায় বিরাজমান থাকবে। বিদ্যাসাগরই ‘স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন’ করেছিলেন। বাল্যবয়সে রবীন্দ্রনাথের বর্ণের পরিচয় ও শব্দজ্ঞান অর্জনে, চিন্তে আনন্দ ও কল্পনার মায়াজাল বুনে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’-ই প্রথম আলো জ্বেলেছিল। তাই তিনি তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের ‘শিক্ষারম্ভ’ পর্বে জানিয়েছেন—

“কেবল মনে পড়ে, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে।’ তখন ‘কর, খল’ প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাওয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে।’ আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ব্যংগকাটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।”

বাল্যশিক্ষায় ‘বর্ণপরিচয়’-এর প্রভাব স্বীকার করে ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত স্মৃতিমন্দির (বিদ্যাসাগর হল)-এর দ্বারোদ্ঘাটন করতে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবেগজড়িত কণ্ঠে বিদগ্ধ ও বিমুগ্ধ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন—

“... এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার উপলক্ষ্য ঘটল যে বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।”

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র; বর্ণপরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১লা জানুয়ারি, ২০২০।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৬৬।
৩. সৃজন (সাহিত্য পত্রিকা), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, সম্পাদনা- লক্ষ্মণ কর্মকার, ডিসেম্বর ২০০১।

AIJITR